ইত্তেফাক

তারিখ 18 NOV 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

খুবিতে জাল ভর্তি ফরম নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিপাকে

।। খুলনা অফিস ও খুবি থেকে সংবাদদাতা ।।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম জালিয়াতির ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়েছে। জালচক্র চিহ্নিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কর্তৃপক্ষ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পুনরায় ফরম কিনতে বাধ্য করছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংক ও ঢাকাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউজ থেকে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়। অক্টোবর মাসে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জাল ভর্তি ফরম চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফরম জালিয়াতির ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান শিমুলকে ভর্তি ফরম জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ত বলে সনাক্ত করে। জালিয়াতি প্রমাণিত হওয়ায় অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান শিমুল, ব্যাংকের ষ্টাফ লতিফুর রহমান ও দু'নিরাপত্তা কর্মীকে বরখাস্তসহ স্থানীয় থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুলের (অনুষদ) জমা হওয়া ফরম বাছাই করে জাল ফরম বাতিল করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের নতুন করে ফরম কিনে জমা দেয়ার জন্য চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়। সূত্র জানায়, এ পর্যন্ত জীব বিজ্ঞান স্কুলে ১৫টি, কলা ও মানবিক স্কুলে প্রায় অর্ধশত এবং সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলে ২০টি জাল ফরম বাতিল করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, নতুন করে ৬শ' টাকা দিয়ে আবার ফরম ক্রয় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ফরম বাতিল না করার জন্য তারা ভিসি'র প্রতি দাবি জানান। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিণ্ডিকেট সদস্য এবং একাধিক শিক্ষক বলেন, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মাহমুদুল

(১৬শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

খুবিতে জাল

(১৩শ পৃঃ পর)

হাসান শিমুল প্রভাবশালী একজন শিক্ষকের ভাই হওয়ার কারণে ভিসি অভিযুক্তদের ব্যাপারে কোন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।